ঝিনাইদহে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২৫

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভার কাশিপুর গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষ চলাকালে উভয় পক্ষের সমর্থকদের অন্তত ২০টি বসতঘর ও ৫টি দোকানঘর ভাঙচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সোমবার দিবাগত রাত থেকে মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) দুপুর পর্যন্ত কাশিপুর গ্রামের দুটি পক্ষের মধ্যে থেমে থেমে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধের মামলায় ওই গ্রামের রেজাউল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি ৫ আগস্টের পর থেকে পলাতক ছিলেন। স্থানীয় নির্বাচনের পর রেজাউল ইসলামসহ তাঁর সমর্থকেরা বাড়িঘরে ফিরতে শুরু করেন। এ নিয়ে স্থানীয় মখলেছ হোসেনের সঙ্গে রেজাউল ইসলামের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

পূর্ববিরোধের জেরে সোমবার রাতে উভয় পক্ষের সমর্থকেরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। মঙ্গলবার সকাল থেকেও থেমে থেমে মারামারি ও ধাওয়া- পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে কালীগঞ্জ থানা-পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুলফিকার আলী বলেন, মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সংঘর্ষ বা মারামারির ঘটনায় অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় দু’পক্ষের সংঘর্ষ: জামায়াত নেতাসহ ২১ জন আটক

কুষ্টিয়ার মিরপুরে শিশুদের খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে এক অভিভাবক গুরুতর আহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে ২১ জনকে আটক করেছে। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার আমলা ইউনিয়নের বুরাপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা জামায়াতে ইসলামীর কর্মী-সমর্থক বলে জানা গেছে।

এদিকে আটককৃতদের মধ্যে কয়েকজন অভিযোগ করেন, নামাজের সময় তাদেরকে আটক করা হয়েছে এবং তারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার বুরাপাড়া গ্রামে দুই শিশুর মধ্যে খেলাধুলা নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে এক শিশুর অভিভাবক অপর পক্ষের কাছে জানতে চাইলে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে প্রতিপক্ষরা ওই অভিভাবকের ওপর হামলা চালায়। এতে আক্তার হোসেন নামের একজন গুরুতর আহত হন। তার মাথার হাড় ভেঙে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে প্রথমে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

মিরপুর উপজেলা জামায়াতের আমির খন্দকার রেজাউল করিম বলেন, দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ এক পক্ষের মামলার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই ছাড়াই গণহারে লোকজনকে আটক করেছে। আটককৃতদের মধ্যে একজন রোকন সদস্য রয়েছেন, বাকিরা কর্মী-সমর্থক।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে দুই শিশুর মারামারি থেকে ঘটনাটি বড় আকার ধারণ করে এবং গ্রামে দুই পক্ষের সৃষ্টি হয়। এ সময় একজন গুরুতর আহত হন। এক পক্ষ মামলা দায়ের করেছে, অপর পক্ষ এখনও মামলা দেয়নি।

যে পক্ষ মামলা দিয়েছে, সেই মামলায় ২১ জনকে আটক করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আজ শনিবার সকালে সাবেক মেম্বারের সমর্থক হাশেম কাজী ও তার ভাইয়েরা বাড়ির পার্শ্ববর্তী মাঠ এলাকায় ধান গোছানোর কাজ করতে গেলে প্রতিপক্ষ বর্তমান ইউপি সদস্য কুরবান মেম্বরের দুই ভাই দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সাবেক মেম্বরের লোকজনের ওপর অতর্কিত হামলা করে। এসময় হাশেম কাজী ও হাসর কাজীকে দা দিয়ে কুপিয়ে আহত করে। পরে ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।এতে উভয় পক্ষের ২১ জন্য আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাথানে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে পুলিশ ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। আহত মশিয়ারের সমর্থকরা এব্যাপারে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান শরাফত দৌলা ঝন্টু কে ইন্ধনদাতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তারা বলেন ইউপি চেয়ারম্যান ইচ্ছা করেই এই দ্বন্দ্ব জিইয়ে রেখেছেন। তিনি ইচ্ছা করেই কুরবান মেম্বরের দিয়ে এগুলো করিয়ে থাকেন।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শরাফত দৌলা ঝন্টু বলেন, কয়েকদিন আগে বৃষ্টির পানি বের করাকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে একটা ঝামেলা হয়। ওই ঘটনা নিয়ে আজ সকালে তারা দু’পক্ষই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে অনেকে হতাহত হয়েছে। সবাইকে উদ্ধার করে জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান বলেন, দু’পক্ষের সংঘর্ষে অনেকে আহত হয়েছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ইউপি সদস্য কুরবান আলীসহ ৫ জনকে আটক করা হয়েছে এবং মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও তিনি জানান।

দামুড়হুদার দলকা বিলে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষ

দামুড়হুদা উপজেলার গোপালপুর গ্রামের দলকা বিলে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের চার জন আহত হয়েছে। আহতরা দামুড়হুদা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও

বলেন, দুই পক্ষের মামলা রেকর্ড হয়েছে। আসামিদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুরে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২

মেহেরপুরের রাধাকান্তপুর মধ্যপাড়ায় ফুটবল খেলা কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট মনোমালিন্য থেকে উদ্ভূত সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন দুই জন।

গতকাল সোমবার (২৮ আগষ্ট) রাতে দুই পক্ষের সৃষ্ট সংঘর্ষে রাধাকান্তপুর মধ্যপাড়ার আব্দুল কাদের মিয়ার ছেলে রিপন মিয়া(৩৫) এবং মোঃ জাহর আলীর ছেলে মোঃ সাজু মিয়া (৩৬) গুরুতর আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করে মপহেরপুর সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রিপন মিয়াকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। আহত অপর ব্যক্তি সাজু মেহেরপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে।

এলাকাবাসী সুত্রে জানা গেছে, সংঘর্ষের আগের দিন ২৭ আগষ্ট সন্ধ্যা ৭টায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে রাধাকান্তপুরের আব্দুস সালামের ছেলে মিলন ও মোঃ জাহর আলীর ছেলে সানির মধ্যে মনোমালিন্য হয়। এরই জের ধরে গতকাল সোমবার রাতে সংঘর্ষের সুত্রপাত হয়।

মেহেরপুর থানা পুলিশের একাধিক সূত্র ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছে এ ব্যাপারে থানায় কোন পক্ষ লিখিত অভিযোগ করেনি। লিখিত অভিযোগ প্রার্থী সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।